ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 532-538
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.040

স্বামী বিবেকানন্দের সংগীত প্রজ্ঞা

মো: আফতাব উদ্দিন, *গবেষক, সংগীত ভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 14.01.2025; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Throughout human history, every civilization that has risen and fallen has built a rich foundation of music. The contribution of music's silent hum to everyday life is immeasurable. Spiritual seekers have chosen this music as a means of achieving closeness to God. The practice of achieving this closeness to God through music is ancient in the Indian subcontinent. As a continuation of this tradition, a spiritual practitioner named Narendra Nath Dutta was born in the nineteenth century, who later became Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a devoted practitioner of music. However, he did not follow the path of earlier music practitioners. Swamiji was simultaneously a vocal sadhak, music expert, and interpreter. Through his dedication, sacrifice, rigorous practice, and extraordinary talent, he elevated his music to unparalleled heights. By acquiring spiritual knowledge of Eastern and Western music, he became a versatile musician. This research paper will discuss in detail how Swami Vivekananda became a guide in modern spiritual music, the depth of his knowledge in music philosophy and above all, the influence of world music on his life and the high position he occupied in composing spiritual music.

Keywords: Spiritualism, Music Philosophy, Music Interpreter, Sangeet kalpataru, Western Philosophers, Eastern Spiritual Practitioners.

ভূমিকা: উনিশ শতকে ইংরেজ শোষণে পিষ্ট পরাধীন ভারতবর্ষে সমাজ সংস্কারক এবং নব জাগরণ পর্বে যে কয়েকজন প্রাচ্য দার্শনিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দেবদূত হয়ে আবির্ভূত হন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন প্রজ্ঞাবান, উদার দৃষ্টিসম্পন্ন, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজসেবক এবং সরকারি উকিল। বিশ্বনাথ দত্তের আরও একটি বিশেষ পরিচয়; তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস এবং রাগ সঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। একসময় তিনি কলাবতের অধীনে সংগীত চর্চা শুরু করলেও পরবর্তীতে তা আর ধারাবাহিক ভাবে চালিয়ে যেতে পারেন নি। তবে তিনি ছিলেন আজন্ম সঙ্গীতপ্রেমী। তৎকালীন সময়ে তাঁর শিমুলিয়ার বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে শনি এবং রবিবারে গানের আসর বসত। সে আসরে অনেক গুণী

সঙ্গীতজ্ঞের সমাগম ঘটতো শিমুলিয়ার ওই বাড়িতে। রায়পুরে থাকাকালীন সময়ে কিশোর বয়সে নরেন্দ্রনাথ দত্তের সংগীত শিক্ষা শুরু হয়েছিল পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কাছে। এ সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'Swami Vivekananda Patriot-Prophet' বইতে তাঁর ভাই নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং পিতা বিশ্বনাথ দত্তের সংগীত শিক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন:

> "Narendra was an expert singer in classical music. He inherited that taste from his father who practised it for sometime in his youth."[১]

নরেন্দ্রনাথ দত্তের মাতা ভুবনেশ্বরী ছিলেন শিমুলিয়া বসুবংশের নন্দলাল বসুর একমাত্র মেয়ে। তিনি ছিলেন অপার্থিব ধ্যান জ্ঞানে সমৃদ্ধ সুকণ্ঠী এবং স্বশিক্ষিত এক মহীয়সী। নরেন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী সম্পর্কে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী' বইতে লিখেছেন:

> "মাতা শ্রদ্ধেয় ভুবনেশ্বরীর কণ্ঠস্বরও খুব মিষ্ট ছিল। কৃষ্ণ-যাত্রার গান তিনি আপন মনে বেশ গাইতেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। এইরূপ নানা দিক হইতে শক্তি আসায় স্বামীজীর সঙ্গীতের ইচ্ছা খুব প্রবল হইয়াছিল এবং তিনি কলিকাতায় ধ্রুপদ-গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।"[২]

এমনই এক সমৃদ্ধ পরিবারে ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি প্রত্যুষ বেলায় নরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। শিশু এবং কিশোর বয়সে তিনি একে একে রপ্ত করেন: উপনিষদ, বিজ্ঞান শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্যচর্চা, ধর্মীয় দীক্ষা এবং মায়ের কাছ থেকে লাভ করেন আধ্যাত্ম সংগীতের গভীর জ্ঞান। বাল্যকালেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত বিশেষত সংগীত শিক্ষার ধ্যানে ও জ্ঞানে প্রবল আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে তাঁর মাঝে উন্মেষ ঘটে সংগীতের প্রতি গভীর প্রেম। পিতা এবং মাতার পারিবারিক সংগীত আবহের বাইরে তিনি কণ্ঠ সংগীতের নিয়মিত তালিম নিয়েছিলেন বেণীমাধব অধিকারী এবং পরবর্তী সময়ে আহম্মদ খাঁ এর কাছে। শুধু কণ্ঠ সংগীতই নয়, তিনি অমৃতলাল এবং সুরেন্দ্রনাথের সাহচর্যে যন্ত্রসংগীতেও গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এভাবেই কিশোর নরেন্দ্রনাথ দত্তের মাঝে মাত্র তিন চার বছরের নিয়মিত সংগীত সাধনায় তাঁর পারদর্শিতা ফুটে উঠে। তিনি একাধারে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধ্রুপদ, ধামার, ভজন, খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা, গজল ও ব্রহ্মসংগীতে শিক্ষা লাভ করেন। পাশাপাশি তিনি সংগীত প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন পাখোয়াজ, এস্রাজ, তবলা এবং সেতারের মত যন্ত্র সংগীতেও। বালক নরেন্দ্রনাথ দত্তের এই বহুমুখী প্রতিভার সংগীত সাধনের মাধ্যমেই পরিচয় ঘটে শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে। অতঃপর কোন এক শুভক্ষণে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে বালক নরেন্দ্রনাথ দত্ত গাইতে আরম্ভ করলেন অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর রচিত একতালে নিবদ্ধ সুরট মল্লার রাগাশ্রিত ব্রহ্মসংগীত:

> "মন চলো নিজ নিকেতনে,
> সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
> ভ্রম কেন অকারণে?
> বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,
> সব তোর পর কেহ নয় আপন,
> পর-প্রেমে কেন হয়ে অচেতন,
> ভুলিছ আপন জনে?"[৩]

সেই সাথে শ্রীরামকৃষ্ণ আবিষ্কার করলেন বালক নরেন্দ্রনাথ দত্তের আধ্যাত্ম্য সংগীতের ধ্যান ও গভীরতা। এভাবেই জীবনের নানা ঘটনা পরিক্রমায় বালক নরেন্দ্রনাথ দত্ত এক সময় হয়ে উঠেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সব বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তবে তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন কন্ঠ সংগীতে। তৎকালীন বিভিন্ন স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুমিষ্ট, সুরেলা, প্রাণবন্ত, গম্ভীর এবং চিত্তাকর্ষক। স্বামীজী তাঁর জীবদ্দশায় বাংলা এবং সংস্কৃত দুই ভাষাতে সংগীত রচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষায় মাত্র ৬ টি গান রচনার মাধ্যমে তিনি মার্গ সংগীতের উচ্চতর আসন লাভ করেন। স্বামীজীর গান রচনার সংখ্যাস্বল্পতা থাকলেও গানের গুণগত মান, ভাব, ছন্দ, ভাষা, কাব্য প্রতিভা এবং গঠনের সৌকর্য অসামান্য। তবে এইসব গানের বেশকিছুর রচনাকাল সম্পর্কে সঠিক দিন তারিখ জানা যায় না। কেবল তিনটি গানের সময়কাল সম্পর্কে জানা যায়। যেমন,

“নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর॥”[৪]

আনুমানিক ১৮৮৭ সালে বরানগর মঠের প্রথম দিককার সময়ে এই গান স্বামীজী রচনা করেন। এই গানটি বাগেশ্রী রাগে এবং আড়া ঠেকা তালে নিবদ্ধ আধ্যাত্মবাদের করুণ রসে সমৃদ্ধ এক অসামান্য গান। স্বামীজীর রচিত আরেকটি গান হল:

“তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বম্ বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মাল॥
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ, জ্বলে শশাঙ্কভাল॥”[৫]

এই গানটিও কর্ণাটি রাগে একতালে নিবদ্ধ এবং বরানগর মঠের প্রথম দিককার সময়ে রচিত। স্বামীজীর রচিত আরও চারটি গান হল:

খাম্বাজ - চৌতাল।

“একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়।
সেথা হতে বহে কারণ-ধারা ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি, অহমহমিতি সর্বমিতি সর্বক্ষণ॥”[৬]

কর্ণাটি-সুর ফাঁকতাল

“হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাক পাণি।
উর্ধ্ব' জ্বলন্ত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল,
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী॥”[৭]

মূলতান-ঢিমা ত্রিতাল

“মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া যানেকো দে।

যানেকো দে রে সেঁইয়া
যানেকো দে (আজু ভালা)।”[৮]

মিশ্র-চৌতাল

“খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময়।
মোচন-অঘদূষণ, জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায়।”[৯]

স্বামীজীর রচিত খণ্ডন-ভব-বন্ধন গানটি বেলুড় মঠে প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক রূপে গাওয়া হলেও সুরের ভিন্নতায় তা জনসাধারণের কাছে কঠিন হয়ে ওঠে। যার ফলে তিনি এই গানের গীতিরূপ পরিবর্তন করে এই গানেরই আরেকটি রূপ পুনঃনির্মাণ করেন। গানটি হল:

“খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর নির্গুণ গুণময়।
নমো নমো প্রভু বাক্য-মনাতীত মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার।”[১০]

তাঁর লেখা উপর্যুক্ত ৬ টি গানেই প্রকাশ পেয়েছে গম্ভীর কবিসত্তা এবং সংগীতের অপার কৃতিত্ব। এ সম্পর্কে সংগীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু বইয়ের ভূমিকায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন: “স্বামীজীর সংগীত-সাধনা ও সংগীত প্রতিফলনের মধ্যে ছিল ঐ আধ্যাত্মভাবেরই বিচ্ছুরণ, আর তারই জন্য তাঁর গান বা সংগীত সাধনা মিলন সাধন করিয়েছিল উনবিংশ শতকের মহামানব দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে। তাঁর সংগীত শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ হতেন সমাধিমগ্ন।”[১১] তিনি কেবল সুদক্ষ গায়কই ছিলেন না, ছিলেন সংগীতের সুদক্ষ ব্যাখ্যাকার। স্বামীজি তাঁর রচিত গানগুলোতে ভাবের উপরই বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় এই গুরুত্বারোপের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশকিছু গানে সহজাত দৃশ্যমান। তবে সংগীতে স্বামীজীর সবচেয়ে বড় অবদান তাঁর রচিত ‘সঙ্গীতকল্পতরু’ গ্রন্থ। স্বামীজীর সঙ্গীতকল্পতরু বইটি মাত্র ২৩ বছর বয়সে রচনা করেছিলেন। স্বামীজী তাঁর সঙ্গীতকল্পতরু বইতে: সংগীত ও বাদ্য, সংগীত পরিমাপক, স্বরগ্রাম, নাম প্রকরণ, যন্ত্র বাধার নিয়ম, তত বাদ্য, গীত, তাল, বাদ্য বাজানোর নিয়ম, ধ্বনির ব্যবহার, স্বর সাধনা, রাগ-রাগিনী, সংগীতের নানাদিক এবং সাধক ও কবিগণের জীবনী সংগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি এসব বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়ে ‘সংগীত দর্শন’ বিষয়টিরও আলোকপাত করেছেন। আর এতেই প্রমাণিত হয় তিনি কত কম বয়সে, সংগীত সাধনায় কতটা পরিশ্রমী এবং প্রতিভাবান ছিলেন। এই বইতে মোট ৬৪৭ টি গান সংকলিত আছে। যার অনেকগুলো গানের গীতিকারের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সংগ্রাহক হিসেবে তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। শুধু ভারতীয় সংগীতেই নয়, বিশ্ব সংগীত সম্পর্কেও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। সংগীতের স্থান হিসেবে তিনি ধর্মমত নির্বিশেষে সকল গীতিকারকে স্থান দিয়েছেন। যদিও এই বইটি বাংলা ভাষায় সংকলিত হলেও এতে যেমন মার্গ সংগীত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি মৈথিলী পদ, হিন্দি ভজন, সংস্কৃত পদ, ওড়িয়া গান, অসমীয়া গান এবং সাঁওতালি গানও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে দেশি সংগীত হিসেবে

কীর্তন, বাউল, চৈতী স্থান পেলেও গ্রাম্য গীতি এই বইতে স্থান পায়নি। এই বইতে মোট ১৭৯ জন গীতিকারের গান স্থান পেয়েছে। যা মূলত আধ্যাত্মবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। স্বামীজী সব সময় অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি শ্যামাসংগীতের পাশাপাশি পারস্যের গজল, ইসলামি ভক্তিগীতি এমনকি পাশ্চাত্যের খ্রিস্টীয় ভাবধারার গানকেও তিনি সংযোজিত করেছেন। পারস্য সুফিবাদের সাথে উত্তর ভারতীয় সংগীতের এক গভীর যোগসূত্র রয়েছে। মধ্যযুগের অনেক সংগীত এবং সাহিত্যে সুফিবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ তৎকালীন সময়ে হিন্দু এবং মুসলিম উচ্চ বংশে ফার্সি সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা এবং জনপ্রিয়তা ছিল। এ সম্পর্কে শ্রী বিবেকানন্দ কাব্যগীতি বইতে উল্লেখ আছে: স্বামীজীর পিতা বিশ্বনাথ ছিলেন "হাফেজী কবিতা-প্রিয়, সঙ্গীতানুরাগী।"[১২] সঙ্গীতকল্পতরু বইয়ের সংযোজিত গানগুলোর পর্যায় যদি বিন্যস্থ করা যায়, তবে সে পর্যায়গুলোতে পাব: ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক, ধর্ম, জাতীয়, প্রণয় ও বিবিধ সঙ্গীত। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আরেক সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর সংগীত মানস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন- "স্বামীজী ছিলেন না শুধুই সঙ্গীত শিল্পী, সঙ্গীত তত্ত্বানুসন্ধান ও সঙ্গীতকল্পতরু গ্রন্থখানির ঔপপত্তিক আলোচনা শৈলীই তাঁর সঙ্গীত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার কথা প্রমাণ করে।"[১৩] সংগীত সাধনা হল ঈশ্বর সাধনার এক অন্যতম অঙ্গ। আমরা যদি ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাস পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাব, আধ্যাত্ম্য সংগীত সেখানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মধ্যযুগের একাধিক বিশিষ্ট সাধক-সাধিকা বিশেষত: নানক, কবির, দাদু, মীরাবাঈ ও তুলসী দাস সংগীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করেছেন। এমনকি ভারতীয় মার্গ সংগীতের ইতিহাসে আধ্যাত্ম্য সংগীত সাধনায় ঋষি নারদ এবং ভরতমুনির নামেরও উল্লেখ পাই, যারা পূর্বে ভারতীয় মার্গ সংগীতের সাথে আধ্যাত্মবাদের গভীর যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। তাছাড়া ভরত নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে মার্গ সংগীতের বিস্তার এবং রূপরেখা সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচলিত আছে সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কেন প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা মার্গ সংগীতকে ঈশ্বর অনুধ্যানের অন্যতম পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে স্বামীজী প্রাচীন পন্থায় মধ্যযুগের সাধক সাধিকাদের মত সংগীতের মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধ্যের বিষয়টি অনুসরণ করলেও সবটুকু অনুকরণ করেননি। এর কারণ, স্বামীজী ছিলেন সংস্কারহীন প্রাচ্য আধ্যাত্ম সংগীতের আধুনিক সংস্করণ। সংগীত সাধনায় স্বামীজীর এই ঈশ্বরের প্রতি আধ্যাত্ম নিবেদন বৌদ্ধ ধর্মের সাধন সংগীতের সাথে যেমন মেলবন্ধন বিনির্মাণ করেছে তেমনি এর প্রভাব স্পর্শ করেছে প্রাচীন চৈনিক ধর্ম 'তাওবাদ'কেও। তাওবাদ হল: জগতের প্রাকৃতিক উপায়, পথ বা নীতি অনুসরণ। স্বামীজীর সংগীত মূল্যবোধ শুধু প্রাচ্য সংগীতেই নয়, পাশ্চাত্যের পিথাগোরাস, প্লেটো, সক্রেটিসের মত মহান দার্শনিকের সংগীত চিন্তার সাথে যেমন এর সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি রয়েছে পারস্যের সুফিবাদ প্রতিষ্ঠাতা কবি ওমর খৈয়াম, হাফিজ ও জালাল উদ্দিন রুমির সুফি দর্শনেও। স্বামীজী ছিলেন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ইরাটোস্থেনিসের মত 'ফিল লোকোস' অর্থাৎ যিনি শিখতে ও জানতে ভালোবাসেন। এজন্যই স্বতন্ত্রতার বিচারে স্বামীজী সর্বদা এক এবং অনন্য। শুধু তাই নয়, স্বামীজীর সংগীত দর্শনের গভীরতা এবং প্রজ্ঞার অনুধাবন ক্ষমতা ধ্যান ও যোগ সাধনায় ছিল 'সমাধি' তুল্য। অর্থাৎ স্বামীজী ছিলেন বিশ্ব সংগীতের আরেক অনুবিশ্ব। কিন্তু তীব্র পরিতাপের বিষয়ে এই, প্রতিটি মানুষের জীবনেই কিছু প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি রয়ে যায়। আর এই অপ্রাপ্তি হল: স্বামীজীর কণ্ঠস্বর। স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের রেকর্ড আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি। প্রযুক্তির কল্যাণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাধ্যমে স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের অডিও রেকর্ডিং শোনা গেলেও, আদৌতে সেগুলো স্বামীজীর নিজ কণ্ঠের রেকর্ডিং নয়। এ বিষয়ে ২০১২ সালে 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় একটি রিপোর্ট প্রকাশ পায়। এই রিপোর্ট

অনুযায়ী এই বিতর্কের স্থায়ী সমাধান করে রামকৃষ্ণ মিশন। মিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, স্বামীজীর গলার স্বরের রেকর্ডিং কোথাও সংরক্ষিত নেই। তাছাড়া অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বোধসরানন্দ অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানান যে, ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে স্বামীর কণ্ঠস্বর কোথাও রেকর্ড করা হয়নি। তবে ফরাসি নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক রম্যাঁ রলাঁ স্বামীজীর কণ্ঠস্বর সম্পর্কে যা উল্লেখ করেন তা হল: "...বক্তৃতা আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ঐশ্বর্যময়, গভীর কণ্ঠস্বর অধিকার করে ফেলল বিপুল মার্কিনী এ্যাংলো-স্যাক্সন্ শ্রোতৃমণ্ডলীকে, যারা তাঁর বর্ণের জন্যে প্রথমে তাঁর প্রতি বিরাগ পোষণ করেছিল।... "[১৪] এমনকি এম্মা কাল্‌ভে তাঁর কণ্ঠ স্বরকে বর্ণনা করেছেন: 'খাদ ও তীব্র স্বরের চমৎকার মধ্যবর্তী এবং চীনা কাঁসরের মতন কম্পনময়'[১৫] স্বামীজীর কণ্ঠস্বর যেন ভ্রমরের গুঞ্জন অর্থাৎ ষড়জের মাঝে লুকায়িত সপ্তসুর। তাঁর কণ্ঠ 'জোয়ারীদার'। যাকে বলে পুরুষোচিত গম্ভীর কণ্ঠ। তবে বিশ্ব সংগীতের বঙ্গীয় সংস্করণ এবং সংগীতের অনুবিশ্ব হিসেবে স্বামীজীর সাধন-সংগীত, সংগীতের ইতিহাসে এক অনন্য দান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষায় স্বামীজীর সংগীতের গুরুত্ব এবং তাৎপর্যের বিষয়টি যতটা বিশদে আলোচনা প্রয়োজন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বোধ করি তার যৎসামান্যই চর্চিত হচ্ছে। ফলে অনালোচিত রয়ে যাচ্ছে তাঁর মূল্যবান সংগীতের অনেককিছুই। পরিশেষে অকুণ্ঠ প্রত্যাশা; বর্তমান প্রজন্ম এবং ভবিষ্যতে স্বামী বিবেকানন্দের সংগীত দর্শন সবার মাঝে আরও বেশি প্রতিফলিত হোক। সংগীতের আলো, সুগন্ধী ধূপ ছড়িয়ে পড়ুক সারা বিশ্বে। বিশ্বের সকল মানুষের কাছে।

তথ্যসূত্র:

১। Datta Bhupendranath, Swami Vivekananda Patriot-Prophet, Nababharat Publishers, first published in 1 October 1954, Calcutta, Page: 155

২। দত্ত মহেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, প্রকাশ কাল: (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৮ ই আষাঢ় ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৫৪-৫৫

৩। গুপ্ত প্রদ্যোৎ, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রকাশক: চক্রবর্তী এণ্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৫৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৭

৪। সাহা শ্রীপূর্ণ চন্দ্র, সাধন সঙ্গীত, প্রকাশক: ঢাকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, প্রথম প্রকাশ: ২৮ শে আষাঢ় ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ২৫৮

৫। দাশগুপ্ত শ্রীমানদাশঙ্কর, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রকাশক: শ্রীমতি বিজয়া দাশগুপ্ত, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ: ২১ শে পৌষ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৯০

৬। মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার, সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু, প্রকাশক: জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১২১

৭। তদেব, পৃষ্ঠা: ১২২

৮। বিবেকানন্দ স্বামী, বীরবাণী, প্রকাশ কাল: ১৩১২ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৭

৯। মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার, সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু, প্রকাশক: জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১২২

১০। বিবেকানন্দ স্বামী, বীরবাণী, প্রকাশ কাল: ১৩১২ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী, পৃষ্ঠা: ৫

১১। মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার, সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু, প্রকাশক: জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৬

১২। শ্যামানন্দ স্বামী, শ্রী বিবেকানন্দ কাব্য গীতি, স্বামী শ্যামানন্দ কর্ত্তৃক ১নং উমেশ দত্ত লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, প্রকাশ কাল: ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ২৩

১৩। সেন পৃথ্বীরাজ, চিন্তনে মননে বিবেকানন্দ সঙ্গীত, প্রকাশক: পুনশ্চ, প্রকাশ কাল: ৯ ই আগস্ট, ২০১৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১১

১৪। মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার, সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু, প্রকাশক: জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ২৭

১৫। তাদেব, পৃষ্ঠা: ২৭

গ্রন্থঋণ:

১। গুপ্ত প্রদ্যোৎ, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রকাশক: চক্রবর্তী এণ্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৫৯, কলকাতা।

২। দত্ত মহেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, প্রকাশ কাল: ১৯৯০, কলকাতা।

৩। দত্ত শ্রী নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ স্বামী) ও বসাক শ্রীবৈষ্ণবচরণ, সঙ্গীতকল্পতরু, প্রকাশক: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, প্রকাশিত সংস্করণ: ১২ জানুয়ারি ২০০০, কলকাতা।

৪। দাশগুপ্ত শ্রীমানদাশঙ্কর, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রকাশক: শ্রীমতি বিজয়া দাশগুপ্ত, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ: ২১ শে পৌষ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

৫। বিবেকানন্দ স্বামী, বীরবাণী, প্রকাশ কাল: ১৩১২ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী, কলকাতা।

৬। মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার, সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু, প্রকাশক: জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

৭। শ্যামানন্দ স্বামী, শ্রী বিবেকানন্দ কাব্য গীতি, স্বামী শ্যামানন্দ কর্ত্তৃক ১নং উমেশ দত্ত লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, প্রকাশ কাল: ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

৮। সেনগুপ্ত প্রদ্যোত (সম্পাদনা), স্মরণে মননে বিবেকানন্দ (দ্বিতীয় খন্ড), প্রকাশক: বর্ণালী, প্রথম প্রকাশ: মাঘ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

৯। সেন পৃথ্বীরাজ, চিন্তনে মননে বিবেকানন্দ সঙ্গীত, প্রকাশক: পুনশ্চ, প্রকাশ কাল: ৯ ই আগস্ট, ২০১৭, কলকাতা।

১০। সাহা শ্রীপূর্ণ চন্দ্র, সাধন সঙ্গীত, প্রকাশক: ঢাকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, প্রথম প্রকাশ: ২৮ শে আষাঢ় ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ঢাকা।

১১। Datta Bhupendranath, Swami Vivekananda Patriot-Prophet, Nababharat Publishers, first published in 1 October 1954, Calcutta.